দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 OCT 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

পরীক্ষার্থী ২০ লাখ ॥ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা

॥ নিজামুল হক ॥

আগামী ২২, ২৩ ও ২৪ নভেম্বর প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিতব্য পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের কাজ চলছে। প্রতি ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডে পরীক্ষা কেন্দ্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এবার প্রায় ২০ লাখ পরীক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

অন্যদিকে একটানা তিন দিন এবং প্রতিদিন দুই বিষয়ের পরীক্ষা গ্রহণে উদ্বেগ প্রকাশ করে অভিভাবকরা বলছেন, প্রতিদিন একটি বিষয়ে বা একদিন পর পর পরীক্ষা নেয়া উচিত। এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা জানান, অভিভাবকদের উদ্বেগের বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয় চিন্তা-ভাবনা করছে। আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে এবং পরীক্ষার রুটিন দেয়া হবে।

পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ইতিমধ্যে একটি নির্দেশনা দিয়েছে। সেখানে পরীক্ষার সার্বিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম বারের মতো পরীক্ষায় ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৬ কোটি টাকা আসবে শিক্ষার্থীর ফি থেকে, ৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে পিডিইপি-২ (প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি) থেকে, ১ কোটি টাকা দেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

পরীক্ষার্থীর যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনা করে প্রতি ওয়ার্ডে/ ইউনিয়নে একটি করে কেন্দ্র থাকবে। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হলে একের অধিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তদসংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মদ্রাসা ইত্যাদি কেন্দ্র হিসাবে প্রাধান্য পাবে। পরীক্ষায় ৬টি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এগুলো হচ্ছে- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান ও ধর্ম। এই ছয় বিষয়ের প্রতিটি ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। সময় দুই ঘন্টা। পাস নম্বর ৩৩। পরীক্ষার কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে পরীক্ষার্থীকে প্রবেশপত্র দেয়া হবে। ২৫ জন প্রার্থীর জন্য একজন করে ইনভেজিলেটর নিয়োগ করা হবে।

নীতিমালায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নিয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

অন্যান্য বছরের ন্যায় শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার নম্বরের বিচারে ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ এই দুই শাখায় বৃত্তি দেয়া হবে। সব ধরনের বৃত্তির ৫০ ভাগ ছেলে এবং ৫০ ভাগ মেয়েদের দেয়া হবে। উপজেলা/মহানগর কমিটি উপজেলা/থানা ওয়ারী ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং উপজেলা/ থানা ওয়ারী ফলাফলের সার সংক্ষেপ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। এছাড়া নম্বরের ক্ষেত্রে কোন অভিভাবকের আপত্তি থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট আবেদন করতে হবে। পুনঃনিরীক্ষার ফি বাবদ ২০০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট দিতে হবে। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সরকারি সনদ দেয়া হবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

দেশের বাইরে অবস্থিত কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। গুলশান থানা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে বহিঃ বাংলাদেশ পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের পরীক্ষা পরিচালনা, উত্তরপত্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগসহ সার্বিক কাজ ঢাকা বিভাগীয় উপ-পরিচালক সম্পন্ন করবে।